

৪. সন্ধি

নিচের বাক্যটি লক্ষ কর—

গ্রাম-বাংলায় এখন চাষিদের ঘরে ঘরে নবান্ন।

উপরের বাক্যের 'নবান্ন' শব্দটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে পাশাপাশি অবস্থিত 'নব' এবং 'অন্ন' এ দুটি শব্দ দ্রুত উচ্চারণের ফলে তৈরি হয়েছে 'নবান্ন' শব্দটি। এ ক্ষেত্রে 'নব' শব্দের শেষে নিহিত 'অ' ধ্বনি এবং 'অন্ন' শব্দের প্রথমে অবস্থিত 'অ' ধ্বনি উভয়ে মিলে 'আ' ধ্বনি হয়েছে। যেমন :

নব + অন্ন = নবান্ন। (অ + অ = আ)

লক্ষণীয় যে আমরা যখন কথা বলি, তখন অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শব্দের ধ্বনি মিলে এক হয়ে যায় কিংবা একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনি বদলে যায় বা লোপ পায়। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনির এই মিলন, পরিবর্তন বা বিলোপই সন্ধি নামে পরিচিত।

বস্তুত, 'সন্ধি' শব্দের অর্থ মিলন। এটি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া—ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলনজাত প্রক্রিয়া।

সন্ধি বা ধ্বনির মিলন নানাভাবে হতে পারে। যেমন :

১. দুটি ধ্বনির আংশিক বা পূর্ণমিলন। যেমন : শত + অধিক = শতাদিক [অ + অ = আ]

২. পূর্বধ্বনি বা পরধ্বনি লোপ। যেমন : নিঃ + চয় = নিশ্চয় [ঃ + চ = শ্চ]

সংজ্ঞা : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।

অর্থাৎ, পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন বা বিলুপ্তিকে সন্ধি বলে।

— ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, একাধিক ধ্বনির মিলন, লোপ বা পরিবর্তনের নাম সন্ধি।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের সময় সন্ধির ফলে উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং উচ্চারণ সহজতর হয়। সন্ধি ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে। যেমন : 'নব' 'অন্ন' উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন— 'নবান্ন' উচ্চারণে তার চেয়ে কম সময় লাগে। এ ছাড়া 'নব' 'অন্ন' বলতে যে ধরনের উচ্চারণ-শ্রম প্রয়োজন, 'নবান্ন' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত হয়। কেবল তা-ই নয়—আলাদাভাবে 'নব' 'অন্ন' উচ্চারণের চেয়ে একসঙ্গে 'নবান্ন' উচ্চারণ অনেক বেশি শ্রুতিমধুর। অর্থাৎ সন্ধি ভাষার ধ্বনিগত মাধুর্যও সম্পাদন করে। সন্ধির ফলে নতুন নতুন শব্দও তৈরি হয়। শুদ্ধ বানান লিখতেও সন্ধি সহায়তা করে। সুতরাং উল্লিখিত দিকগুলো বিবেচনায় বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সন্ধির প্রকারভেদ

১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন :

নব + অন্ন = নবান্ন অ + অ = আ
হিম + আলায় = হিমালয় অ + আ = আ

২. ব্যঞ্জনসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির, ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন :

উৎ + চারণ = উচ্চারণ (ত্ + চ = চ্চ)
সৎ + জন = সজ্জন (ত্ + জ = জ্জ)

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গসন্ধি বলে ব্যঞ্জনসন্ধির একটি প্রকারভেদ আছে। বিসর্গ (ঃ) হচ্ছে 'র' এবং 'স'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন :

আবিঃ + কার = আবিষ্কার [ঃ + ক = ক্]

কখনো কখনো বিসর্গসন্ধিকে ভিন্ন একটি শ্রেণিতে ফেলে সন্ধিকে তিন প্রকার বলা হয়। যেহেতু 'ঃ' (বিসর্গ) ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্গত, সেহেতু বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্ভুক্ত।

ব্যঞ্জনে-স্বরে সন্ধি

নিয়ম-১ : বর্গের প্রথম ব্যঞ্জনের (ক্ / চ্ / ট্ / ত্ / প্) পরে স্বরধ্বনি থাকলে বর্গের প্রথম ব্যঞ্জনস্থলে তৃতীয় ব্যঞ্জন (গ্ / জ্ / ঙ্ / দ্ / ব্) হয়। যেমন :

ক্ + স্বরধ্বনি = গ্ + স্বরধ্বনি : দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।

বাক্ + অর্থ = বাগর্থ।

প্রাক্ + উক্ত = প্রাকুক্ত।

বাক্ + ঈশ = বাগীশ।

চ্ + স্বরধ্বনি = জ্ + স্বরধ্বনি : গিচ্ + অন্ত = গিজন্ত।

অচ্ + অন্তা = অজন্তা।

ট্ + স্বরধ্বনি = ড্ (ড়) + স্বরধ্বনি :	ষট্ + আনন = ষড়ানন।
	ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু।
ত্ + স্বরধ্বনি = দ্ + স্বরধ্বনি :	তৎ + অন্ত = তদন্ত।
	কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত।
	সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা।
প্ + স্বরধ্বনি = ব্ + স্বরধ্বনি :	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

স্বরে-ব্যঞ্জে সন্ধি

নিয়ম-২ : স্বরধ্বনির পরে ছ থাকলে ছ স্থানে চ্ছ হয়। যেমন :

অ + ছ = অচ্ছ	এক + ছত্র = একচ্ছত্র।	স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ।
	অঙ্গ+ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ।	প্র + ছদ = প্রচ্ছদ।
	মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি।	বৃক্ষ+ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।
আ + ছ = আচ্ছ	আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন।	কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।
	আ + ছাদন = আচ্ছাদন।	পরীক্ষা + ছলে = পরীক্ষাচ্ছলে।
ই + ছ = ইচ্ছ	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।	প্রতি + ছবি = প্রতিচ্ছবি।
	পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন।	

ব্যঞ্জে-ব্যঞ্জে সন্ধি

নিয়ম-৩ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্-এর পরে চ্ কিংবা ছ থাকলে ত্ বা দ্ স্থানে চ্ছ হয়। যেমন :

ত্ + চ্ = চ্ছ	উৎ + চারণ = উচ্চারণ।	চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র।
দ্ + চ্ = চ্ছ	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা।	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র।
ত্ + ছ্ = চ্ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।	চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি।
দ্ + ছ্ = চ্ছ	তদ্ + ছবি = তচ্ছবি।	উদ্ + ছেদ = উচ্ছেদ।

নিয়ম-৪ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্ -এর পরে জ্ কিংবা ঝ থাকলে সন্ধিতে দুয়ে মিলে জ্জ বা জ্জ্ব হয়। যেমন :

ত্ + জ্ = জ্জ উৎ + জীবন = উজ্জীবন। উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।
সৎ + জন = সজ্জন। তৎ + জন্য = তজ্জন্য।

অনুরূপ : উজ্জীবিত, যাবজ্জীবন, কজ্জল, জগজ্জীবন।

দ্ + জ্ = জ্জ বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক।
তদ্ + জাতীয় = তজ্জাতীয়।
ত্ + ঝ = জ্জ্ব কুৎ + ঝটিকা = কুজ্জটিকা।

নিয়ম-৫ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্ -এর পরে ড্ কিংবা ঢ থাকলে ত্ বা দ্ স্থানে ড্ হয়। যেমন :

ত্ + ড্ = ডড উৎ + ডীন = উডডীন। উৎ + ডীয়মান = উডডীয়মান।
দ্ + ঢ = ডঢ এতদ্ + ঢকা = এতডঢকা।
ত্ + শ্ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস। উৎ + শৃঙ্গল = উচ্ছৃঙ্গল। উৎ + শল = উচ্ছল

নিয়ম-১০ : ত্ [ৎ] কিংবা দ্ -এর পরে হ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে দ্ হয় এবং হ্ স্থানে ধ হয় এবং দুয়ে মিলে দ্ধ (দ্ + ধ) হয়। যেমন :

ত্ + হ্ = দ্ + ধ্ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার। উৎ + হত = উদ্ধত উৎ + হ্রত = উদ্ধ্রত।
দ্ + হ্ = দ্ধ তদ্ + হিত = তদ্বিত। পদ্ + হতি = পদ্বতি।

নিয়ম-১১ : ন্ কিংবা ম্ পরে থাকলে বর্ণের প্রথম ধ্বনি সন্ধিতে পঞ্চম ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন :

ক্ > ঙ্গ দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্গনির্ণয়। বাক্ + ময় = বাঙ্গয়।
ট্ > ণ্ ষট্ + মাস = ষণ্ণাস।
ত্ > ন্ উৎ + নয়ন = উন্নয়ন। চিৎ + ময় = চিন্ণয়। মৃৎ + ময় = মৃন্ণয়।

নিয়ম-১২ : আগে ম্ এবং পরে ক্ / খ্ / গ্ / ঘ্ -এর যেকোনোটি থাকলে সন্ধিতে ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) বা উয়ো (ঙ) হয়। যেমন :

ম্ + ক্ = ংক্ / ঙ্গক্
অলম্ + কার = অলংকার/ অলঙ্কার। অহম্ + কার = অহংকার/অহঙ্কার।
সম্ + কলন = সংকলন/ সঙ্কলন। সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ/ সঙ্কীর্ণ।
ম্ + গ্ = ংগ্ / ঙ্গ
সম্ + গত = সংগত/ সঙ্গত। সম্ + গীত = সংগীত/ সঙ্গীত।
ম্ + ঘ্ = ংঘ্ / ঙ্গ
সম্ + ঘ = সংঘ/ সঙ্ঘ। সম্ + ঘাত = সংঘাত/ সঙ্ঘাত।

নিয়ম-১৩ : আগে ম্ এবং পরে চ্ থেকে ম্ পর্যন্ত বর্গীয় ধ্বনির যেকোনোটি থাকলে পূর্বপদের ম্ স্থানে পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির পঞ্চম ধ্বনি হয়। যেমন :

ম্ + চ্ = ক্ষ	সম্ + চয় = সঞ্চয়।	কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ।
ম্ + ত্ = ত্ত	সম্ + তাপ = সত্তাপ।	সম্ + ত্রাস = সত্ত্রাস।
	গম্ + তব্য = গত্তব্য।	কিম্ + তু = কিত্ত।
ম্ + দ্ = ন্দ	সম্ + দর্শন = সন্দর্শন।	
ম্ + ধ্ = ক্ত	সম্ + ধান = সন্ধান।	সম্ + ধি = সন্ধি।
ম্ + ন্ = ন্ন	সম্ + নিহিত = সন্নিহিত।	সম্ + নিবেশ = সন্নিবেশ।
	কিম্ + নর = কিন্নর।	সম্ + ন্যাস = সন্ন্যাস।
ম্ + প্ = ম্প	সম্ + পদ = সম্পদ।	সম্ + প্রীতি = সম্প্রীতি।
	সম্ + প্রতি = সম্প্রতি।	সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ।
		সম্ + পূরক = সম্পূরক।
ম্ + ব্ = ম্ব	সম্ + বল = সম্বল।	সম্ + বোধন = সম্বোধন।

জ্ঞাতব্য : কখনো কখনো ম্ -এর পরে ব্ থাকলে ম্ স্থানে ং হয়। যেমন :

ম্ + ব্ = ং	সম্ + বাদ = সংবাদ।	সম্ + বিৎ = সংবিত্।	সম্ + বরণ = সংবরণ।
	সম্ + বিধান = সংবিধান।	সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা।	কিম্ + বা = কিংবা।

নিয়ম-১৪ : আগে ম্ এবং পরে অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন (য্/র্/ল্/ব্) কিংবা উষ্মধ্বনির (শ্/স্/হ্) যেকোনোটি থাকলে পূর্বপদের ম্ স্থানে ং (অনুস্বার) হয়। যেমন :

ম্ + য্ = ংয	সম্ + যত = সংযত।	সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত।
ম্ + র্ = ংর	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ।	সম্ + রক্ষিত = সংরক্ষিত।
ম্ + ল্ = ংল	সম্ + লাপ = সংলাপ।	সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন।
ম্ + ব্ = ংব	সম্ + বরণ = সংবরণ।	সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা।
	সম্ + বাদ = সংবাদ।	সম্ + বিধান = সংবিধান।
ম্ + শ্ = ংশ	সম্ + শয় = সংশয়।	সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ।
	সম্ + শোধন = সংশোধন।	সম্ + শ্লিষ্ট = সংশ্লিষ্ট।
ম্ + স্ = ংস	সম্ + সার = সংসার।	সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা।
ম্ + হ্ = ংহ	সম্ + হত = সংহত।	সম্ + হার = সংহার।
	সম্ + হতি = সংহতি।	সম্ + হিতা = সংহিতা।

নিয়ম-১৫ : চ বর্গের ধ্বনির পরে ন্ থাকলে সন্ধিতে ন্-এর স্থলে ঞ হয়। যেমন :

চ্ + ন্ = চঞ যাচ্ + না = যাধগ।

জ্ + ন্ = জঞ রাজ্ + নী = রাজ্ঞী।

নিয়ম-১৬ : ষ্ -এর পরে ত্ কিংবা থ্ থাকলে ত্-এর স্থলে ট্ এবং থ্-এর স্থলে ঠ্ হয়। যেমন :

ষ্ + ত্ = ত্ > ট্ নশ্ + ত = নষ্ট বৃষ্ + তি = বৃষ্টি।

সৃজ্ + তি = সৃষ্টি। কৃষ্ + তি = কৃষ্টি।

ষ্ + থ্ = থ্ > ঠ্ যষ্ + থ = যষ্ঠ।

নিয়ম-১৭ : ম্-এর পরে ক্ ধাতু নিম্পন্ন 'কৃত', 'কার', 'করণ', 'কৃতি' ইত্যাদি শব্দ থাকলে ম্ স্থানে ং হয়, এবং স্ ধ্বনির আগম হয়। যেমন :

ম্ + কৃত = ং + স্ সম্ + কৃত = সংকৃত।

ম্ + কার = ং + স্ সম্ + কার = সংস্কার।

ম্ + করণ = ং + স্ সম্ + করণ = সংস্করণ।

ম্ + কৃতি = ং + স্ সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি।

নিয়ম-১৮ : উদ্বর্ণ (শ স হ) পরে থাকলে পূর্বপদের শেষে অবস্থিত ন্ ধ্বনি ং-এ পরিবর্তিত হয়। যেমন:

ন্ + স্ = ং হিন্ + সা = হিংসা। দন্ + শন = দংশন।

সিন্ + হ = সিংহ।

ব্যঞ্জনসন্ধিঘটিত শব্দের উদাহরণ

ব্যঞ্জনসন্ধি

অনুচ্ছেদ = অনু + ছেদ।

অহংকার = অহম্ + কার।

উল্লাস = উৎ + লাস।

উদ্ধার = উৎ + হার।

উচ্চারণ = উৎ + চারণ।

উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল।

উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস।

উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল।

উল্লেখ = উৎ + লেখ।

উদ্ঘাটন = উৎ + ঘাটন।

উদ্যোগ = উৎ + যোগ।

উদ্যম = উৎ + দম।

উন্নত = উৎ + নত।

উন্নয়ন = উৎ + নয়ন।

কৃষ্টি = কৃষ্ + তি।

কুজ্বাটিকা = কুৎ + বাটিকা।

চলচ্ছবি = চলৎ + ছবি।

চিন্ময় = চিৎ + ময়।

জগদীশ = জগৎ + ঈশ।

জগন্নাথ = জগৎ + নাথ।

জগন্ময় = জগৎ + ময়।

বিজন্ত = বিচ্ + অস্ত।

তৎকাল = তদ্ + কাল।

তৎসম = তদ্ + সম।

তদ্বিত = তদ্ + হিত।

তন্মধ্যে = তৎ + মধ্যে।

দিগন্ত = দিক্ + অস্ত।

দিগ্গজ = দিক্ + গজ।

দ্যুলোক = দিব + লোক।

পরিচ্ছদ = পরি + ছদ।

পদ্ধতি = পদ্ + হতি।

প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি।

পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ।

বাক্ময় = বাক্ + ময়।

বনস্পতি = বন + পতি।

মৃন্ময় = মৃৎ + ময়।

যাচঞা = যাচ্ + না।

রাজ্ঞী = রাজ্ + নী।

ষষ্ঠ = ষষ্ + থ।

ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু।

ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র।

ষণ্মাস = ষট্ + মাস।

ষোড়শ = ষট্ + দশ।

সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র।

সজ্জন = সৎ + জন।

সঞ্চয় = সম্ + চয়।

সংবাদ = সম্ + বাদ।

সংগীত = সম্ + গীত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:(নমুনা)

১। নিচের কোনটি সঠিক সন্ধি?

ক. রাজা + নী = রাজ্ঞী

খ. বৃষ + তি = বৃষ্টি

গ. সিং + হ = সিংহ

ঘ. উথ + লাস = উল্লাস

২। সন্ধি শব্দের অর্থ-

ক. সংযোগ

খ. সমাধান

গ. মিলন

ঘ. শান্তি

কর্ম-অনুশীলন

১। সন্ধির সংজ্ঞা এবং সন্ধির প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন প্রকার সন্ধির পরিচয় একটি পোস্টার পেপারে সুন্দর করে সাজিয়ে লেখ।

২। ছক অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর সন্ধি বিশ্লেষণ কর এবং সন্ধির নিয়ম লেখ :

শব্দ	সন্ধি-বিশ্লেষণ	সন্ধির নিয়ম
নবান্ন		
গুভেচ্ছা		
দেবেন্দ্র		
নীলোৎপল		
মহোৎসব		
শীতাত্ত		
হিতৈষী		
ইত্যাদি		

৩. সন্ধি কর :

জগৎ + নাথ =

জগৎ + ময় =

তদ্ + হিত =

দিব্ + অন্ত =

দিব্ + গজ =

দিব + লোক =

পরি + ছদ =

পদ্ + হতি =

বন + পতি =

মৃৎ + ময় =

ষট্ + ঋতু =

ষট্ + দশ =

সৎ + জন =

সম্ + বাদ =

সম্ + গীত =